জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যুতে স্থানীয় গণভোটের মাধ্যমে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত?

অরুণ জেটলি
বিরোধী দলনেতা, রাজ্যসভা

আম আদমি পার্টির এক প্রবীণ নেতা প্রস্তাব দিয়েছেন, কাশ্মীরে সেনাবাহিনীর থাকা নিয়ে উপত্যকার স্থানীয় মানুষের গণভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। দু বছর আগে এই নেতাই প্রস্তাব দিয়েছিলেন, জম্মু কাশ্মীরের মানুষ ভারতের মধ্যে থাকবেন না অন্য কোথাও, তা নিয়ে গণভোটের মাধ্যমে স্বাধীন ভাবে তাঁদের মতামত জানানোর সুযোগ দেওয়া উচিত।

রাজ্যগুলির ঐক্যবদ্ধতার বিষয়টা সামাল দিয়েছিলেন সর্দার প্যাটেল। যদিও সেখানে একটা ব্যতিক্রম ছিল। প্রকৃতপক্ষে জম্মু-কাশ্মীরের প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে তাঁর ব্যর্থতার খেসারত দিতে হচ্ছে আজও। নেহরুর সময়ে রাজ্যকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া ছাড়াও, স্থানীয় জনগণের ইচ্ছাকে বিবেচনা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। অন্য দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে এই নিয়ম কার্যকর করা হয়নি। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের সঙ্গে এই গণভোটের প্রসঙ্গ জুড়ে জোর করে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে গেছে পাকিস্তান। গণভোটের প্রশ্নটি এখন আর আন্তর্জাতিক আলোচ্যসূচিতে নেই রাষ্ট্রসংঘের বিষয়সূচি অথবা ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মধ্যেও নেই।

ভারতের প্রতিরক্ষার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। এটা যেমন রাজ্যের বিষয় নয় তেমনি পুরসভার এক্তিয়ারের বাইরে। ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রধান দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। ভারতের নিজের সার্বভৌমত্ব ও ঐক্য রক্ষা করাই মৌলিক ভাবনার বিষয়। দেশভাগের পর কাশ্মীরই হল পাকিস্তানের অসমাপ্ত কর্মসূচির অংশ। এই ইস্যুকে পাকিস্তানের আন্তর্জাতিকীকরণের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। চিরাচরিত যুদ্ধে হেরে গিয়ে গত আড়াই দশক ধরে সীমান্তের ওপার থেকে সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে পরোক্ষ-যুদ্ধ চালাচ্ছে। এই কাজে মদত দিচ্ছে স্থানীয় বিপথ চালিত যুবাদের সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলো।

সব ইস্যু মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে সমাধান করা হবে বলে শ্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর ঘোষণার প্রতি বিজেপি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই তত্ত্বই সন্ত্রাসবাদ নির্মূল ও সন্ত্রাসবাদীদের সংগঠনকে ধ্বংস করে জম্মু-কাশ্মীরের মানুষের শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য ও উঁচু মানের জীবনযাপনকে সুনিশ্চিত করবে। এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর পরই সেনাবাহিনীকে অপসারণ করা যেতে পারে। ততদিন একই সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীরের মানুষ ও অঞ্চল সুরক্ষার জন্য সেনাবাহিনীর উপস্থিতি জরুরি।

পাকিস্তানই উপত্যকা থেকে সেনা সরানোর প্রস্তাব দিয়ে চলেছে। তাদের ধুয়ো দিচ্ছে কিছু

বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন। এটা দুঃখজনক যে, আম আদমি পার্টির মতো একটি দল, যাদের জাতীয় পর্যায়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে, তারা ভারতের স্বার্থ বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছে। জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে গণভোট বা জনপ্রিয়তার নিরিখে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। একমাত্র নিরাপত্তার মাপকাঠিতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। সন্ত্রাসবাদের পরিকাঠামো যতদিন থাকবে ততদিন জম্মু-কাশ্মীরে সেনাবাহিনীর থাকাটাও জরুরি।

অবশেষে একটা ভাবনাও চেপে বসেছে যে, এক অস্থায়ী প্রতিক্রিয়ায় উঠে আসা রাজনৈতিক দলগুলো এই পরিস্থিতিতে মতাদর্শহীন হতে পারে। দল বড় হওয়ার সঙ্গে মতাদর্শও প্রকাশ পায়। এবং তা সম্ভাব্যমূলক অথবা অত্যন্ত উদ্বেগজনকও হতে পারে। বিভিন্ন ইস্যুতে আম আদমির পার্টির মতাদর্শগত অবস্থান এখনও অজানা। নির্বাচনের পর নেতাদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া থেকে দেখা যাচ্ছে, আম আদমি পার্টি বিমানবন্দর ও প্রাকৃতিক সম্পদের জাতীয়করণ চায়। জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যুতে দুর্বল ও নরম অবস্থান, আর চড়া হারে ভরতুকি দেওয়ার পথ নিয়েছে যা ঠেলে দেবে আরও বেশি কর বৃদ্ধির দিকে। গত দশ দিনের কাজে সারবত্তা নেই, সবকিছুই প্রতীকী। আমি আশা করব, দলের মধ্যে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এই অবস্থান বদল করবেন। নাহলে এগিয়ে যাওয়ার থেকে ঢালু বেয়ে নামার গতি বেড়ে যাবে।